ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রকাশক: অধিকার

প্রকাশকাল: ৯ অক্টোবর ২০২০

মুখবন্ধ

২০২০ সালের ১০ অক্টোবর *অধিকার* ২৬ বছরে পদার্পন করছে। ১৯৯৪ সালের এই দিনে সামরিক স্বৈরশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এর অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেয়া কয়েকজনের প্রচেষ্টায় মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন *অধিকার* প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

অধিকার তার ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিয়োজিত জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছে। গত ২৬ বছর ধরে *অধিকার* তার পাশে দাঁড়ানো সমস্ত মানবাধিকারকর্মী, আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্থানীয় নেটওয়ার্ক, সমর্থক এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে; যারা অধিকারের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার পাশাপাশি অধিকারের ওপর সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালিয়েছেন।

অধিকার এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই দিনে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব দিবসও পালিত হচ্ছে। *অধিকার* নীতিগতভাবে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে। *অধিকার* দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর স্থগিতের মধ্যে দিয়ে তা বিলোপের জন্য প্রচারভিযান চালাচ্ছে।

অধিকার এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এমন এক সময়ে পালিত হচ্ছে যখন বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যেখানে জনগণ দুইদফা তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ফলে দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, মতপ্রকাশ, সভা-সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা লঙ্ঘন, নারীদের প্রতি সহিংসতাসহ দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ভিকটিমদের মানবাধিকার রক্ষায় সোচ্চার থাকার কারনে ২০১৩ সাল থেকে বর্তমান সরকার *অধিকার এর* ওপর ব্যাপক নিপীড়ন চালাচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে *অধিকার* ২০২০ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

সূচীপত্র

ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ১
সারসংক্ষেপ ৪
মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২০ ..... ৭
রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি ৮
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ৮
গুম ৯
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নির্যাতন ও মর্যাদাহানিকর আচরণ ১২
কারাগার ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে মানবাধিকার লংঘন ১৫
সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়মুক্তি ১৬
মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় ব্যাপক হস্তক্ষেপ এবং নিপীড়ন ১৬
শিক্ষকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত ১৬
নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ..... ১৭
সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকের ওপর হামলা ১৮
সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা ২০
ক্ষমতাসীনদলের সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন ২১
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২৪
মৃত্যুদণ্ড ২৫
সরকারের আজ্ঞাবহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান- নির্বাচন কমিশন ২৫
শ্রমিকদের অধিকার ২৭
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা ২৭
অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিক ২৮
দেশে ফেরা অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ২৮
নারীর প্রতি সহিংসতা ৩০
ধর্ষণ ৩০
যৌন হয়রানি ৩১
যৌতুক সহিংসতা ৩১
এসিড সহিংসতা ৩১
প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার ৩২
সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ৩২
বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় আধিপত্য বিস্তার ৩২
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার ৩৩
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩৫
সুপারিশসমূহ ৩৬

সারসংক্ষেপ

১. ২০২০ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জীবনের অধিকার ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বরাবরের মতই এই তিন মাসে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে এবং ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে ভয়ের সংস্কৃতি চালু রেখেছে।

২. এই তিন মাসেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা কোন জবাবদিহিতার তোয়াক্কা না করে দেশের নাগরিকদের গুম, বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা এবং নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক ঘটনায় জড়িত হয়েছে। 'বন্দুকযুদ্ধের/ক্রসফায়ারের' নামে সাধারণ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। ভিকটিম পরিবারগুলোর ব্যাপক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়ী সদস্যদের বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজার জেলার টেকনাফের শামলাপুর তল্লাশিচৌকিতে পুলিশের গুলিতে মেজর (অব.) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান নিহত হন। টেকনাফ থানার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার দাশ ও এসআই লিয়াকতসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। প্রদীপ কুমার দাশের বিরুদ্ধে অনেক ব্যক্তিকে 'বন্দুকযুদ্ধের' নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাকে ২০১৯ সালে পুলিশের সর্বোচ্চ পদক 'বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম)' দেয়া হয়। এছাড়া এই সময়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীরাও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

৩. তিন মাসে নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, চাকরিচ্যুত করা ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালানো হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারায় তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এই অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোও সরকারের ব্যাপক নজরদারির মধ্যে ছিল। সংবাদ মাধ্যমের ওপর সরকার চাপ সৃষ্টি করার কারণে অনেক সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানা গেছে। সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং প্রায় সব ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়া সরকারের অনুগত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীনে আছে। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে। ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রিমান্ডে নিয়ে তাঁর ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। এরপর আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। সাত বছর ধরে আমার দেশ পত্রিকা দেশে প্রকাশিত হতে না পেরে গত ৩০ অগাস্ট যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে একটি অনলাইন পোর্টাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বিটিআরসি নিউজ পের্টালটি ব্লক করে দেয়ায় বাংলাদেশের পাঠকরা পত্রিকাটি পড়তে পারছেন না।[১] এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৪. এই সময়ে সরকার ভিন্নমতাবলম্বীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করতে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করেছে। ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতার সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সমালোচনা করে পোস্ট দেয়ার কারণে শিক্ষক, মসজিদের ইমামসহ বিভিন্ন

[১] এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০; http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-018-2020/

শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের এবং গ্রেফতার করা হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা এইসব মামলা দায়ের করেছে এবং আদালতগুলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের জামিন দিতে অস্বীকার করছে।

৫. সরকারি দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত কাজের জন্য সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করা যাবে না মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চিঠির মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগের সচিবকে জানিয়েছে। এটা কার্যকর হলে সরকারি কর্মকর্তারা বিশেষ সুরক্ষা পাবেন এবং তাঁদের সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও অন্যায়ের বিষয়ে দায়মুক্তি লাভ করবেন।

৬. দেশের প্রায় সব কারাগার ও কিশোর অপরাধীদের বন্দি রাখার শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও বন্দিদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা অনেক নিরপরাধ নাগরিকদের আটক করে কারাগারে পাঠাচ্ছে। ফলে কারাগারগুলোতে সবসময় অতিরিক্ত বন্দি থাকায় মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়ায় অনেক বন্দি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে অনেকে মারাও যাচ্ছেন। কারাগারগুলোর মতো শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতেও কিশোর বন্দিদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এখানেও ধারণ ক্ষমতার দেড়গুণ বেশি নিবাসী রয়েছে।[২]

৭. এই তিন মাসে গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা অব্যাহত ছিল। অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার কারণে সাধারণ মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে এবং গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করছে।

৮. সারাদেশে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলায় সাধারণ নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন এবং আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে আওয়ামী লীগের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটেছে। এইসব সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।[৩] এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে করোনা মহামারীতে বিধ্বস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

৯. গত তিনমাসে অনেক নারী ও মেয়ে শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ ও যৌতুকের জন্য নারীদের ওপর নিপীড়ন ও হত্যা অব্যাহত থেকেছে। এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা নারীদের ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অনেকে ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

১০. এই তিন মাসে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। এই সময়ে পোশাক শিল্প এবং জুট মিলের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। এছাড়াও অভিবাসী শ্রমিকরা দেশে ফেরার পর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

১১. গত তিনমাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন করেছে এবং অপহরণ করে নিয়ে গেছে। বিএসএফ এই ধরনের কর্মকাণ্ড বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকার বাংলাদেশের ওপর তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিপত্যকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেছে। ২০১৮ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যেগুলোতে পরিবহন করা সম্পর্কিত পাঁচ বছরের একটি দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি হয়।[৪] এই চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়েছে। কারণ দুই দেশের মধ্যেকার এই চুক্তি অনুযায়ী একই দিনে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের পণ্য বোঝাই জাহাজ ও ভারতের ব্যবসায়ীদের পণ্য বোঝাই জাহাজ বন্দরে এলে ভারতের জাহাজ অগ্রাধিকার পাবে।

---

[২] প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/**শিশু-উন্নয়ন-কেন্দ্রগুলোর-অচল-দশা**

[৩] প্রথম আলো, ১৮ জুলাই ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-7-18&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৪] নয়াদিগন্ত, ১৮ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/350033/

১২. মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ চরমপন্থী কর্তৃক গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। এই গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দুই সদস্য মায়ো উইন তুন এবং জ নাইং তুন ২০২০ সালের অগাস্ট মাসে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাদের নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে নেয়া হয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের হেফাজতে রাখা হয়। মিয়ানমারের সাবেক ওই দুই সেনা সদস্য স্বীকার করে যে, রোহিঙ্গাদের গণহত্যা, হত্যার পর গণকবর দেয়া, রোহিঙ্গা গ্রামগুলোয় ধ্বংসযজ্ঞ চালানোসহ ধর্ষণের যেসব অভিযোগ মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উঠেছে, তা সবই সত্য।[৫] এরপর চ্যাও মিও অং এবং পার তাও নি নামে আরো দুজন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সদস্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তাদের জবানবন্দি দিয়েছে। সেখানে তারা রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মম নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে।[৬]

১৩. রোহিঙ্গা শরনার্থীদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। ফলে সাগরের বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বিদেশে পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করছেন। সমুদ্রে ভাসমান থাকা ৩৩ জন শিশুসহ ৩০০'র বেশী রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে তাঁদের ভাসানচরে পাঠানো হয়। সেই সময় বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে, কক্সবাজারের শিবিরগুলোতে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রুখতেই উদ্ধার করা শরণার্থীদের সাময়িকভাবে ভাসানচরে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। কিন্তু পাঁচ মাসের বেশী সময় পার হলেও তাঁদের সেখান থেকে ফেরত আনা হয়নি এবং প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার ওই রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা সেবা দিতে জাতিসঙ্ঘের কর্মকর্তাদের অনুমোদন দেয়নি। জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস রোহিঙ্গাদের সেখান থেকে নিরাপদে কক্সবাজারে সরিয়ে আনার আহ্বান জানালেও তাতে সাড়া দেয়নি বাংলাদেশ সরকার। ভাসানচরে রাখা রোহিঙ্গাদের পরিবারগুলো বলেছে, তাঁদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা না দিয়ে জেলখানার মতো সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি নারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গারা সেখানে খাবার পানির তীব্র সংকটে ভুগছেন। কিছু শরণার্থী অভিযোগ করেছেন, ভাসানচরে তাঁদের মারধর করেছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। কক্সবাজারে অবস্থানকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীরা জানান, তাঁদের বলা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ভাসানচরে থাকা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দেখতে চান তাহলে তাঁদেরকেও সেখানে গিয়ে থাকতে হবে।[৭]

১৪. *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সালে শুরু হওয়া সরকারের হয়রানি এখনও অব্যাহত আছে। ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তা নবায়ন করা হয়নি। এছাড়াও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ছয় বছরের বেশি সময় ধরে *অধিকার* এর সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখেছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকার* এর একাউন্টগুলো সরকারি নিপীড়নের অংশ হিসেবে স্থগিত করে রেখে বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও মতপ্রকাশে বিভিন্নভাবে বাধা দেয়ার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে।

---

[৫] প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/world/**ছেলেবুড়ো-যাকেই-দেখবে-হত্যা-করবে**

[৬] যুগান্তর, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/343815/

[৭] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ৯ জুলাই ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/07/09/bangladesh-move-rohingya-dangerous-silt-island দি গার্ডিয়ান, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.theguardian.com/world/2020/sep/22/rohingya-refugees-allege-sexual-assault-on-bangladeshi-island

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২০

জানুয়ারি - সেপ্টেম্বর ২০২০*												
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		২১	২৪	২৮	১২	২৭	২৮	৪৮	২	০	১৯০
	নির্যাতনে মৃত্যু		১	২	৩	২	২	১	১	১	১	১৪
	গুলিতে নিহত		১	০	৫	০	০	০	২	০	০	৮
	পিটিয়ে হত্যা		০	০	১	০	০	০	০	০	০	১
	মোট		২৩	২৬	৩৭	১৪	২৯	২৯	৫১	৩	১	২১৩
গুম			৬	৩	২	১	০	৩	৪	০	৪	২৩
কারাগারে মৃত্যু			৪	৬	৭	২	৫	৯	৬	৪	৯	৫২
মৃত্যুদণ্ডাদেশ	মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা		৩৩	২৮	১৮	০	০	০	০	৫	৪৭	১৩১
	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর		০	০	০	১	০	০	০	০	০	১
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		১৩	৩	০	২	১	৬	৩	৪	৪	৩৬
	বাংলাদেশী আহত		৪	২	০	৭	০	৪	১	১	০	১৯
	বাংলাদেশী অপহৃত		১	০	২	০	০	০	০	২	১	৬
	মোট		১৮	৫	২	৯	১	১০	৪	৭	৫	৬১
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১	৬	৬	২১	৫	১	৪	৯	৪	৫৭
	লাঞ্ছিত		৩	৫	১	২	৫	২	৩	০	৬	২৭
	আক্রমণ		০	২	০	৫	০	৫	০	১	৩	১৬
	হুমকির সম্মুখীন		০	০	৪	৩	১	০	২	১	১	১২
	মোট		৪	১৩	১১	৩১	১১	৮	৯	১১	১৪	১১২
রাজনৈতিক সহিংসতা**	নিহত		০	৫	৬	৬	৭	৭	১০	৭	২	৫০
	আহত		২০৯	১৩২	১৪৬	১৭৩	২৪৭	১২৯	২০৪	৩০১	২৭৫	১৮১৬
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৬	৮	১২	৮	১১	২১	২২	৪	১৯	১২১
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)		৬৭	৭৭	৫৯	৫৩	৪৭	৮০	৬৬	৫৮	৬২	৫৬৯
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী		২৬	৩৭	২৮	২৯	৪০	৪৪	৩৮	৫০	৩৩	৩২৫
	বয়স জানা যায়নি		০	২	০	০	৫	৩	৩	১০	২	২৫
	মোট		৯৩	১১৬	৮৭	৮২	৯২	১২৭	১০৭	১১৮	৯৭	৯১৯
যৌন হয়রানীর শিকার			১১	১৫	১৩	৮	১২	১৫	১০	১১	১৪	১০৯
এসিড সহিংসতা			০	৩	১	০	৩	৫	৩	৩	৩	২১
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৬	২	৪	৩	২	৬	৪	৩	৩	৩৩
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০	২	০	০	০	০	০	২
		আহত	৪	১০	০	৪২	৬৩	০	৫৫	১	০	১৭৫
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক (ইনফরমাল সেক্টর)	নিহত	৫	৬	৭	৪	৪	৯	৮	৫	১৩	৬১
		আহত	১১	১	১৭	১	৪০	৭	১	১	৭	৮৬
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার			৫	৪	৫	৩৭	২৭	১৮	৮	২	৫	১১১

* পরবর্তীতে তথ্য পাওয়ার পর কিছু পরিসংখ্যান আপডেট করা হয়েছে

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১. রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা হলো রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের চরম বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির মধ্যেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতো চরম মানবাধিকার লংঘনমূলক ঘটনা অব্যাহত ছিল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এই হত্যাগুলোকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ার' হিসেবে অভিহিত করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার পরিবারগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক ব্যবস্থা নিতে দেখা গেছে। হত্যাকাণ্ডের পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা সব সময়ই দাবী করে যে তারা আত্মরক্ষার্থে গুলি ছুঁড়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা বহুদিন ধরেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলোকে বৈধতা দিয়ে এসেছেন।

২. গত ১৮ সেপ্টেম্বর ডয়চে ভেলে বাংলা বিভাগে এক সাক্ষাতকারে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু বলেন, "সমাজের যে সমস্ত জিনিস আজকে বেরিয়ে এসেছে, আজকে জঙ্গিবাদ যেভাবে দানা বেঁধেছিল, যেটা চরম আকার ধারণ করেছিল, বিশ্বে যেভাবে এটা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন যদি এইভাবে ক্রসফায়ারের সিদ্ধান্ত নেয়া না হতো, তাহলে আমার মনে হয়, এটা দমানো সম্ভব ছিল না। ঠিক তেমনিভাবে জঙ্গিবাদসহ যে উচ্ছৃঙ্খলতা, মাদকতা যেভাবে এইদেশে বিস্তার লাভ করছে এবং তাদের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স ঘোষণার পরেও কিন্তু থামানো যাচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে যদি অন-দ্য-স্পট গুলি করা হয়, এটা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নয়, জাতীয় প্রয়োজনে করা হচ্ছে।"[৮]

৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ২০০৯ সালে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ ও ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দু'টি নির্বাচনের আগে এটা ব্যাপক রূপ নেয় এবং এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে দায়মুক্তি দেয়া হয়। এছাড়াও শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার পাবার পথ প্রায় রুদ্ধ করে দিয়েছে। উচ্চ আদালত থেকে বার বার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের নির্দেশ দিলেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তা অব্যাহত রেখেছে।

৪. **জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে ৫৫ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। এঁদের মধ্যে ৩২ জন ব্যক্তি পুলিশ, ১৩ জন ব্যক্তি র‍্যাব, ০৯ জন ব্যক্তি বিজিবি ও ০১ জন ব্যক্তি গোয়েন্দা পুলিশের হাতে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৫৫ জনের মধ্যে ৫০ জন ব্যক্তি 'ক্রসফায়ার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন। এই সময়ে ০২ জন ব্যক্তি পুলিশ এবং ০১ জন ব্যক্তি র‍্যাব এর হাতে নির্যাতনে নিহত হয়েছেন। এই সময়ে ০২ জন ব্যক্তির মধ্যে ০১ পুলিশের গুলিতে ও ০১ জন বিজিবির গুলিতে নিহত হয়েছেন। উল্লেখিত ৫৫ জনের মধ্যে ১২ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী 'বন্দুকযুদ্ধের' নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

৫. **উল্লেখ্য, ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ২১৩ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ১১৩ জনই পুলিশ কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।**

৬. সরকার ২০১৮ সালের ১৫ মে থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করলে ব্যাপকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। এই অভিযানের একটি বড় ক্ষেত্র ছিল কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা। এই উপজেলা এলাকার সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন, কোন জবাবদিহিতার তোয়াক্কা না করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা 'বন্দুকযুদ্ধের' নামে সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। ভিকটিম পরিবারগুলোর ব্যাপক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও দায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে

[৮] https://www.dw.com/bn/জাতীয়-প্রয়োজনে-ক্রসফায়ার-আমু/a-54981993

কোন ব্যবস্থা নেয়নি। দায়মুক্তির কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বেপোরায়া হয়ে উঠে এবং যে কোন সময় যে কোন মানুষকে হত্যা করার লাইসেন্স পেয়েছে বলে তারা মনে করতে থাকে।

৭. গত ৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজার জেলার টেকনাফের শামলাপুর তল্লাশিচৌকিতে পুলিশের গুলিতে মেজর (অব.) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান নিহত হন। টেকনাফ থানার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার দাশ ও এসআই লিয়াকতসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।[৯] এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলে প্রদীপ কুমার দাশ ও এসআই লিয়াকতসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় সরকার। টেকনাফে ওসি হিসেবে যোগ দেয়ার পর থেকে প্রদীপের নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযানের নামে বহু মানুষকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে; এমনকি হত্যার আগে তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকাও আদায় করা হয়েছে। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, টেকনাফে গত ২২ মাসে প্রদীপ কুমার দাশের হাতে ১৪৪টি 'বন্দুকযুদ্ধের' ঘটনা ঘটেছে। এই সব ঘটনায় মারা গেছেন ২০৪ ব্যক্তি।[১০]

৮. অন্যদিকে সিনহা রাশেদকে হত্যা করার দিনেই চট্টগ্রামের পটিয়ায় ৫০ লক্ষ টাকা না দেয়ায় ওমান প্রবাসী মোহাম্মদ জাফর নামে এক ব্যক্তিকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে। জাফর মার্চ মাসে দেশে ফেরেন এবং করোনা পরিস্থিতির কারণে ওমানে ফিরতে না পেরে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। গত ২৯ জুলাই জাফরকে পটিয়ার কচুয়াই ইউনিয়নের ভাইয়ার দিঘিরপাড়ের নিজ বাড়ি থেকে চকরিয়া থানার ওসি হাবিবুর রহমান ও ইন্সপেক্টর আমিনুল ইসলাম ধরে নিয়ে যায়। এরপর ওসি হাবিবুর রহমান জাফরের স্ত্রীর মোবাইল ফোনে ফোন করে জাফরকে ইয়াবা ব্যবসায়ী বলে চিহ্নিত করে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে জাফরকে 'ক্রসফায়ারে' হত্যা করা হবে বলেও হুমকি দেয়া হয়। জাফরের পরিবারের পক্ষে এই বিপুল পরিমান টাকা জোগাড় করা সম্ভব হয় নাই। গত ৩১ জুলাই পটিয়া থানা থেকে স্থানীয় একজন ইউপি সদস্যকে ফোন করে জানানো হয় যে, জাফর 'ক্রসফায়ারে' নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় গত ১৬ অগাস্ট নিহতের মামা আহমেদ নবী বাদী হয়ে ওসি হাবিবুর রহমান ও ইন্সপেক্টর আমিনুল ইসলামকে অভিযুক্ত করে পটিয়ার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বেশ্বর সিংহের আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন।[১১]

গুম

৯. গুম বাংলাদেশে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যে কোন মুহূর্তে যে কোন ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা গুমের বিষয়টি অস্বীকার করায় গুম হওয়া ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা ও ভীতির সৃষ্টি হয়। কারণ অনেককেই ধরে নিয়ে যাবার পর তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি বা পরবর্তীতে কারো কারো লাশ পাওয়া গেছে। তুলে নেয়ার অনেক দিন পর কোন কোন ব্যক্তিকে মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সম্প্রতি ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করেন। কিছু কিছু ঘটনায় দেখা যাচ্ছে গুম করার বেশ কয়েকদিন পর তা প্রকাশ না করার হুমকি দিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত গুমের ঘটনাগুলো অস্বীকার করলেও প্রতিটি গুমের ঘটনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এর প্রমাণও পাওয়া গেছে।[১২] বর্তমান সময়ে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে অনেক মানুষকে গুম করা হচ্ছে।

---

[৯] দি ডেইলি স্টার, ৫ অগাস্ট ২০২০; https://www.thedailystar.net/frontpage/news/killing-ex-major-sinha-cops-fir-inquest-report-contradict-each-other-1939997

[১০] কালেরকণ্ঠ, ৫ অগাস্ট ২০২০; https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/08/05/942218

[১১] প্রথম আলো, ১৭ অগাস্ট ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-8-17

[১২] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন (পিটিশন নং-২৮৩৩/২০১৭) দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের

১০. গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আর্ন্তজাতিক দিবস উপলক্ষে ২৯ অগাস্ট গুম হওয়া স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক' ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ নেটওয়ার্ক' যৌথভাবে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে সারাদেশে সমাবেশ, মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন ও আলোচনা সভা করে। এই সময় গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানানো হয়। এই দিবসকে কেন্দ্র করে *অধিকার* ও মায়ের ডাকসহ ১২টি আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন[১৩] এক যৌথ বিবৃতিতে গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছে।[১৪]

ঢাকায় জাতীয় যাদুঘরের সামনে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আর্ন্তজাতিক দিবস উপলক্ষে 'মায়ের ডাক' ও 'হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ নেটওয়ার্ক' এর সমাবেশ-মানববন্ধন। ছবি: অধিকার

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। (02) আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন। (https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/01/17/93821/)

[১৩] অ্যাডভোকেটস ফর হিউম্যান রাইটস, অ্যান্টি-ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক, এশিয়ান ফেডারেশন অ্যাগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্অ্যাপিয়ারেন্সস, এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস, এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস, রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস এবং ওয়াল্ড অর্গানাইজেশন অ্যাগেইনস্ট টর্চার।

[14] http://odhikar.org/bangladesh-end-enforced-disappearances-hold-law-enforcement-accountable/

'মায়ের ডাক' ও অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ নেটওয়াক দেশের বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ, মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন ও আলোচনা সভা করে। ছবি: অধিকার

১১. কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার কালামারছড়া বাজার থেকে গত ২৪ জুলাই রাশেদ খান মেনন এবং ২৫ জুলাই রাশেদের ছোট ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের মাস্টার্স এর ছাত্র রেদওয়ান ফরহাদকে কালামারছড়া ইউনিয়নের ইউনুচখালী গ্রামের বাড়ি থেকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে একদল লোক তুলে নিয়ে যায়। গত ২৮ জুলাই তাঁদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। রাশেদ খান মেনন *অধিকারকে* জানান, ২৪ জুলাই কালামারছড়া বাজারে গেলে হঠাৎ করে তাঁর ব্যাগে কয়েকটি বই ঢুকিয়ে দেয় কিছু লোক। এরপর ডিবি পুলিশের সদস্য পরিচয় দেয়া ঐ লোকগুলো তাঁকে আটক করে। এরপর তাঁকে কক্সবাজার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে অবস্থিত ডিবি পুলিশের কার্যালয়ে নেয়া হয়। ওখান থেকে একদিন পর হাত ও চোঁখ বাধা অবস্থায় গাড়িতে করে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকায় ডিবি অফিসে তিন দিন আটক রেখে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বিভিন্নভাবে জেরা করার পর তাঁকে ঢাকা থেকে আবার কক্সবাজারে নিয়ে আসা হয়। ২৮ জুলাই তাঁর ছোট ভাই রেদওয়ানসহ তাঁকে কক্সবাজার পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। মহেশখালী থানার ওসি দিদারুল ফেরদৌস বলেন, রাশেদ ও রেদওয়ানের সঙ্গে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে।[১৫]

১২. **জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ০৮ জন মানুষ গুমের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে ০২ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয় এবং ০২ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়; ০৪ জনের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।**

১৩. **উল্লেখ্য, ২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ২৩ জন্য ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন। যাদের মধ্যে ০৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ০৭ জনকে এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি।**

১৪. গত ৫ জুলাই গভীর রাতে বন্ধ ঘোষিত খুলনা ইস্টার্ন জুট মিলের স্পিলিং বিভাগের শ্রমিক ও পাটশিল্প রক্ষা যুব জোটের আহ্বায়ক অলিয়ার রহমান এবং প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিলের সুতা বিভাগের শ্রমিক ও পাটশিল্প রক্ষা যুব জোটের উপদেষ্টা নূর ইসলামকে তাঁদের বাড়ি থেকে সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা পরিবারের সদস্যদের কাছে তাঁদের তুলে নেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। ৬ জুলাই রাত আনুমানিক পৌনে ১২ টায় তাঁদের দুজনকে ২০১৯ সালে করা পুলিশ বক্সে হামলা ও ভাংচুরের মামলায় দৌলতপুর থানায় গ্রেফতার দেখানো হয়। অলিয়ার রহমান

[১৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং যুগান্তর, ২৯ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/330575

অধিকারকে জানান, ৫ জুলাই রাতে তাঁর বাসায় তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। গভীর রাতে ৪টি গাড়িতে করে সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা তাঁর বাসায় আসে এবং নিজেদের 'প্রশাসনের লোক' পরিচয় দিয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে রেখেই অপর শ্রমিক নেতা নূর ইসলামকে বাসা থেকে আটক করে গাড়িতে তোলে। এরপর তাঁদের খালিশপুর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে রূপসা পুলিশ ফাঁড়ির দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে নিয়ে আটকে রেখে পাটকল বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করতে নানাভাবে হুমকি দেয়। পরের দিন ৬ জুলাই রাতে তাঁদের দুজনকে দৌলতপুর থানায় গ্রেফতার দেখানো হয়।[১৬]

১৫. গত ২২ জুলাই রাতে একদল ব্যক্তি নিজেদের প্রশাসনের লোক পরিচয় দিয়ে ঢাকার মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনে ইউনূসকে মোহাম্মদপুরের কাটাসূর এলাকায় তাঁর বড় ভাই আবদুর রহমানের বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। আবদুর রহমান জানান, এই দিন রাতে তিনজন সাদা পোশাকধারী লোক তাঁদের বাসায় আসে এবং প্রশাসনের লোক বলে পরিচয় দেয়। এরপর তারা আবদুল্লাহ ইবনে ইউনূসকে ঘরের এক কোনায় নিয়ে গিয়ে দুটি ছবি দেখিয়ে জানতে চায় এঁদের মধ্যে কাউকে সে চেনে কিনা। আবদুল্লাহ একজনকে চিনতে পেরেছে বলে তার মনে হয় বলে জানায়। তখন আবদুর রহমানও ছবিগুলো দেখতে চাইলে তাঁকে ছবিগুলো দেখতে দেয়া হয়নি। কিছুক্ষণ পর ঐ লোকগুলো আবদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে একটি সাদা মাইক্রোবাসে করে চলে যায়। আবদুর রহমান আরো জানান, আরো সাত জন লোক তাঁদের বাসার সামনে মাইক্রোবাসে অবস্থান করছিলো। পরেরদিন সকালে তিনি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এবং র‍্যাব কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। কিন্তু কেউ আবদুল্লাহর আটকের বিষয়টি স্বীকার করেনি। গত ২৪ জুলাই মোহাম্মদপুর থানায় এই ব্যাপারে একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়।[১৭]

আবদুল্লাহ ইবনে ইউনূস। ছবি: প্রথম আলো ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নির্যাতন ও মর্যাদাহানিকর আচরণ

১৬. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও ভিন্নমতাবলম্বীদেরকে দমন করার কাজে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং দায়মুক্তি ভোগ করছে। এরফলে দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক নাগরিকদের ওপর নির্যাতন এবং মর্যাদাহানিকর আচরণের ঘটনাগুলো অব্যাহত আছে। পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণ করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করা এবং 'ক্রসফায়ারের' ভয় দেখিয়ে বা মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে মোটা অংকের টাকা আদায় করার ঘটনা ব্যাপক আকার ধারন করেছে।[১৮] এছাড়া নিরীহ নাগরিকদের আটক করে তাঁদের পকেটে মাদকদ্রব্য ঢুকিয়ে দিয়ে মিথ্যা মামলা দায়ের করারও অভিযোগ রয়েছে। দেশে

[১৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৭] প্রশাসনের লোক পরিচয়ে নিয়ে যাওয়া আবদুল্লাহ দুই মাস ধরে নিখোঁজ/ প্রথম আলো, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/প্রশাসনের-লোক-পরিচয়ে-নিয়ে-যাওয়া-আবদুল্লাহ-দুই-মাস-ধরে-নিখোঁজ; নিউ এজ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.newagebd.net/article/116768

[১৮] প্রথম আলো, ২৬ অগাস্ট ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2020-08-26

ব্যাপকভাবে এই ঘটনা অব্যাহত থাকলেও তার খুব সামন্যই জনসম্মুখে প্রকাশিত হচ্ছে। ভুক্তভোগীরা এই ব্যাপারে থানায় মামলা করতে না পেরে আদালতে মামলা করছেন। কিন্তু আদালত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকেই সেইসব অভিযোগগুলো তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছে। ফলে এইসব তদন্ত নিরপেক্ষভাবে হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। দায়মুক্তির কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়ি সদস্যদের ফৌজদারি বিচারের মুখোমুখি না করে তাদের বদলি করা হয় বা 'ক্লোজ' করা হয়। ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হয়। কিন্তু এই আইন কাগুজে আইন হিসেবে বহাল রয়েছে এবং হেফাজতে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি বা তাঁর পরিবার মামলা দায়ের করে পুলিশের হয়রানি ও হুমকির মুখে পড়ছেন। অনেক ক্ষেত্রে ভয়ভীতি দেখিয়ে মামলা তুলে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। ২০১৩ সালে এই আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৮টি মামলা দায়ের হয়েছে।[১৯] যার মধ্যে ১৪ টিতেই পুলিশ 'তথ্যগত ভুল' উল্লেখ করে চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। বাকি চারটির মধ্যে একটি মামলা হলো ইশতিয়াক হোসেন জনি নামে এক যুবককে ২০১৪ সালে পল্লবী থানায় নির্যাতন করে হত্যা করার অভিযোগে দায়ের করা মামলা।[২০] এই মামলায় ২০২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ রায় ঘোষণা করেন। আদালতের রায়ে পল্লবী থানার তৎকালীন এসআই জাহিদুর রহমান, এএসআই রাশেদুল ইসলাম ও এএসআই কামরুজ্জামানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া এদের প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। অপর দুই আসামী পুলিশের সোর্স সুমন ও রাসেলকে সাত বছর কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।[২১] এই আইন কার্যকর হওয়ার পর এটাই প্রথম রায়।

১৭. গত ৫ জুলাই মাদকদ্রব্য রাখার অভিযোগে আফসার আলী নামে এক ব্যক্তিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সুন্দরপুর বাগডাঙ্গা শুকনাপাড়া এলাকা থেকে আটক করে র‍্যাব-৫। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানায় মামলা হওয়ার পর গত ৬ জুলাই আফসার আলীকে একদিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। আফসার আলীর স্ত্রী জুলেখা বেগম জানান, তিনি তাঁর স্বামীর গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে সন্তানসহ থানায় গেলে তাঁদের সামনেই হাতকড়া পড়িয়ে তাঁর স্বামীকে এক পুলিশ কর্মকর্তা নির্যাতন করে। এরপর রাত আনুমানিক সাড়ে ১২ টায় থানা থেকে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর খবর তাঁকে জানানো হয়। সদর থানার ওসি জিয়াউর রহমান জানান, সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টায় আফসার আলীকে রিমান্ডের জন্য থানায় আনা হলে তিনি অসুস্থ বোধ করেন। তখন তাঁকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ভিন্ন কথা বলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহবুব আলম। তিনি বলেন, থানা হাজতের বারান্দায় থাকা স্ট্যান্ড ফ্যানের তার ছিঁড়ে বাথরুমে গিয়ে প্লাস্টিকের পাইপের সঙ্গে ঝুলে আফসার আলী আত্মহত্যা করেছে।[২২] দুই পুলিশ কর্মকর্তার পরস্পরবিরোধী বক্তব্য এই ব্যাপারে প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে।

১৮. গত ২ অগাস্ট সোহেল মীর নামে এক কাপড়ের ব্যাবসায়ী ঢাকার কোতয়ালী থানাধীন ওয়াইজঘাট এলাকার প্রধান রাস্তায় পৌঁছলে কোতয়ালী থানার এসআই পবিত্র সরকার, এসআই খালেদ শেখ, এএসআই শাহিনুর রহমান, কনস্টেবল মিজান ও পুলিশের সোর্স মোতালেব তাঁকে ঘিরে ধরে তাঁর কাছে থাকা ২৯০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। সোহেল মীর তাঁর টাকা ফেরৎ চাইলে তাঁকে মারধর করতে থাকে পুলিশ

---

[১৯] প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-9-10&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[২০] ২০১৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পল্লবীর ১১ নম্বর সেকশনের বি ব্লকের ইরানী ক্যাম্পের বাসিন্দা মোহাম্মদ বিল্লালের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে পুলিশের সোর্স সুমন নারীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। এই সময় সেখানে থাকা ইশতিয়াক হোসেন জনি ও তাঁর ভাই ইমতিয়াজের সঙ্গে সুমনের বাকবিতণ্ডা হয়। এরপর সুমনের ফোন পেয়ে পুলিশ এসে ইশতিয়াক ও ইমতিয়াজকে ধরে থানায় নিয়ে যায় এবং দুই ভাইকে নির্যাতন করে। পুলিশের নির্যাতনে ইশতিয়াক হোসেন জনি গুরুতর আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। এই ঘটনায় ২০১৪ সালের ৭ অগাস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে মামলা করেন ইমতিয়াজ। আদালত মামলাটি বিচার বিভাগীয় তদন্তে নির্দেশ দেয়। ২০১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিচার বিভাগয়ি তদন্ত শেষে পাঁচজনকে অভিযুক্ত ও পাঁচজনকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়।

[২১] দি ডেইলি স্টার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.thedailystar.net/city/news/custodial-death-jonny-3-policemen-get-life-term-2-get-7-years-jail-1958473

[২২] যুগান্তর ৮ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/323744

সদস্যরা। ঘটনার সময় আশ পাশ থেকে লোকজন চলে আসলে পুলিশ জানায় সোহেল মীর জেএমবি[২৩] সংক্রান্ত মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি। এরপর সোহেল মীরের পকেটে ২১৪ পিস ইয়াবা পাওয়া গেছে বলে পুলিশ দাবি করে এবং তাঁকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। থানায় নেয়ার পর তাঁর মোবাইল ফোন থেকে তাঁর স্ত্রী সাবিনা খাতুনকে ফোন দিয়ে পুলিশ সোহেল মীরকে আটকের কথা জানায়। এরপর সাবিনাকে নয়াবাজার ব্রিজের কাছে ডেকে এনে এসআই খালেদ তাঁর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে তারা সোহের মীরকে ক্রসফায়ারে হত্যা করবে বলে হুমকি দেয়। স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে সাবিনা ঐ দিন রাত আনুমানিক সাড়ে ১০ টায় থানায় গিয়ে এসআই পবিত্র সরকার, এস আই খালেদ ও এএসআই শাহিনুর রহমান এর কাছে দুই লক্ষ টাকা দেন এবং পরের দিন (৩ অগাস্ট) আরো দেড় লক্ষ টাকা দেন। এই দিনই সোহেল মীরকে ডিএমপি অ্যাক্টে আদালতে পাঠানো হলে আদালতের নির্দেশে ছাড়া পান তিনি। গত ১০ অগাস্ট সোহেল মীর ঢাকা মহানগর হাকিম আবু সুফিয়ান নোমানের আদালতে কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমানসহ পাঁচ পুলিশের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪২০/৪০৬/৫০৬/১০৯/৩৪/৩৮৫/৩৮৬/৩৪৭ ধারায় মামলা দায়ের করেন। আদালত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কে তদন্তের নির্দেশ দেয়। এই ব্যাপারে সাবিনা জানান, পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করে তাঁরা এখন নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছেন।[২৪]

১৯. গত ৪ জুলাই নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ এলাকার গার্মেন্টস শ্রমিক জাহাঙ্গিরের মেয়ে জিসা মনি (১৪) নিখোঁজ হন। মেয়েকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে জাহাঙ্গীর ৬ অগাস্ট নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এই ঘটনায় খলিল মাঝি, আবদুল্লা ও রকিবকে নারায়ণগঞ্জ সদর থানার এসআই শামীম মোহাম্মদ গ্রেফতার করে এবং তাঁদের ওপর নির্যাতন করে কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যা করে শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দিয়েছে বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করে। কিন্তু গত ২৩ অগাস্ট কিশোরী জিসা মনিকে তাঁর স্বজনরা জীবিত অবস্থায় থানায় নিয়ে আসলে ঘটনাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়।[২৫] খলিল মাঝির বাবা আব্দুল গফুর জানান, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করবে না বলে এসআই শামীম তাঁদের কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা নেয়। কিন্তু শামীম রিমান্ডে তাঁর ছেলেকে নির্যাতন করে এবং ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে আদালতে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করে।[২৬] গত ২ অগাস্ট খলিল মাঝি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। খলিল মাঝি জানান, তাঁকে থানায় তিন দিন আটকে রেখে হাত-পা বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে মুখে গামছা বেঁধে পানি ঢালা হয়। এভাবে বারবার নির্যাতন করে এবং ক্রসফায়ারে হত্যা করার হুমকি দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে।[২৭]

খলিল মাঝি। ছবি: যুগান্তর ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

[২৩] জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ, ইসলামী জঙ্গী সংগঠন, যা বাংলাদেশে নিষিদ্ধ

[২৪] প্রথম আলো, ১১ অগাস্ট ২০২০, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/**সিগারেট-খাওয়ার-অপরাধে-গ্রেপ্তার-পরে-পুলিশকে-সাড়ে**; নয়াদিগন্ত, ১১ অগাস্ট; https://www.dailynayadiganta.com/city/520731

[২৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[২৬] প্রথম আলো, ২৬ অগাস্ট ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2020-08-26

[২৭] প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2020-9-3

কারাগার ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে মানবাধিকার লংঘন

২০. দেশের প্রায় সব কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। এরমধ্যে কেরাণীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষের গাফলতির কারণে আফজল হোসেন নামে একজন বন্দি সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অতিরিক্ত সাড়ে তিন বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন।[২৮] কারাগারের অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত করে অপরাধীদের চিহ্নিত করা হলেও শাস্তি হওয়ার ঘটনা খুবই কম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১০টি তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময় কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিলেও তা আমলে নেয়া হয়নি। প্রতিবেদনে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে তাও বাস্তবায়ন করা হয়নি। একাধিক তদন্ত প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, কারাগারে সবক্ষেত্রেই অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। কারাগারে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ না হওয়ার অন্যতম কারণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এর সঙ্গে জড়িত।[২৯]

২১. সারাদেশে ১৩ টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগারে মোট ধারণ ক্ষমতা ৪১,৩১৪ জন। কিন্তু ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের কারাগারগুলোতে ৮০,৪৬৬ জন বন্দি ছিলেন।[৩০] ফলে কারাগারগুলোতে সবসময় অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে বন্দিরা অমানবিক জীবন-যাপন করছেন এবং অনেক বন্দি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এছাড়া কারাগারগুলোতে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা রয়েছে এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

২২. **জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ১৯ জন বন্দি 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।**

২৩. গত ১৩ অগাস্ট যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (কিশোর অপরাধীদের বন্দি রাখার প্রতিষ্ঠান) চুল কাটা নিয়ে বিরোধের সূত্র ধরে ঐ কেন্দ্রের পাঁচ কর্মকর্তার নেতৃত্বে ১৮ জন কিশোর বন্দীর ওপর নির্যাতন চালানো হয়। মুখে গামছা এবং দুই হাত গ্রিলের সঙ্গে বেঁধে লোহার রড, ক্রিকেট খেলার স্ট্যাম্প দিয়ে কিশোরদের বেদম পেটানো হলে কিশোররা অচেতন হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরলে তাদের আবারও পেটানো হয়। এভাবে প্রচণ্ড মারের কারণে কিশোররা গুরুতর আহত হওয়ার পর বিনা চিকিৎসায় একটি ঘরে ৬ ঘন্টা ফেলে রাখার পর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় গুরুতর আহত কিশোরদের যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় নাইম হাসান, পারভেজ হাসান ও রাসেল নামে তিন কিশোর নিহত এবং ১৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অমীয় দাস জানান, তিন কিশোরকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের লোকজন। এই ঘটনায় পুলিশ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক আবদুল্লাহ আল মাসুদ, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক মাসুম বিল্লাহ, প্রবেশন অফিসার মুশফিক আহমেদ, ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর শাহানুর রহমান ও টেকনিক্যাল ইনস্ট্রাকটর ফারুক হোসেনকে গ্রেফতার করেছে।[৩১] উল্লেখ্য, কিশোর অপরাধীদের বন্দি রাখার জন্য গাজীপুর, টঙ্গী এবং যশোর জেলায় তিনটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র আছে। কিশোর অপরাধীদের জেলখানায় না পাঠিয়ে সংশোধনের জন্য এইসব উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতে রাখা হয়। এই কেন্দ্রগুলোতে কিশোর বন্দিদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ধারণ ক্ষমতার দেড়গুণ বেশি নিবাসী রয়েছে এই কেন্দ্রগুলোতে।[৩২]

---

[২৮] নয়াদিগন্ত, ১৬ অগাস্ট ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/521656

[২৯] প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/**অনিয়মের-শাস্তি-কেবলই-বদলি**

[৩০] https://prison.com.bd/

[৩১] যুগান্তর, ১৪ অগাস্ট ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/334817; নয়াদিগন্ত ১৬ অগাস্ট ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/521885

[৩২] প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/**শিশু-উন্নয়ন-কেন্দ্রগুলোর-অচল-দশা**

চিকিৎসা নিচ্ছে আহত কিশোররা। ছবি: যুগান্তর, ১৪ অগাস্ট ২০২০

সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়মুক্তি

২৪. সরকারি দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত কাজের জন্য সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করা যাবে না মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আইন ও বিচার বিভাগের সচিবকে গত ৮ সেপ্টেম্বর চিঠি দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। চিঠিতে বলা হয়েছে সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারি কর্মচারীদের সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে দায়ি করে মামলা করা হচ্ছে। চিঠিতে সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব পালন বা সরল বিশ্বাসে করা কাজের সুরক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আইনে যেসব বিধান রয়েছে, সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি উদ্ধৃত করে চিঠিতে আরো বলা হয়, 'বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট বা কোনো সরকারি কর্মকর্তার কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনের সময়ে সংঘটিত কোন কৃতকর্মের বা এ মর্মে দাবিকৃত কোনো কাজের জন্য সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো অপরাধ আমলে নেয়া যাবে না।'[৩৩]

২৫. এই ধরনের বিধান কার্যকর হলে সরকারি কর্মকর্তরা বিশেষ সুরক্ষা পাবেন এবং তাঁদের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম ও অন্যায়ের বিষয়ে দায়মুক্তি লাভ করবেন। এই ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'দেশের সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের কাছে সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী' এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় ব্যাপক হস্তক্ষেপ এবং নিপীড়ন

২৬. এই সময়ে নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন হয়েছে । স্বাধীন মতপ্রকাশের কারণে সাংবাদিকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত, মামলা দায়ের ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালানো অব্যাহত আছে। যেহেতু সংবাদমাধ্যমগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না তাই বিভিন্ন ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এই কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকেও সরকার ব্যাপক নজরদারির মধ্যে রেখেছে।

শিক্ষকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত

২৭. সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবমাননা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোর্শেদ হাসান খানকে গত ৯ সেপ্টেম্বর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত

[৩৩] প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**অনুমতি-ছাড়া-সরকারি-কর্মকর্তা-কর্মচারীর-বিরুদ্ধে-মামলা-গ্রহণ-নয়**

নেয়া হয়।[৩৪] উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় অধ্যাপক মোর্শেদ মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিয়ে কলাম লিখেন। এই কলামে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবমাননা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি করার অভিযোগে ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস তাঁকে অব্যাহতি দেয়। ২৮ মে ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট উপ-উপচার্যের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বিশ্ববিদ্যলয় কর্তৃপক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিষয়ে চিঠির মাধ্যমে অধ্যাপক মোর্শেদ খানকে অবহিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ এর ৫৬ (৩) বিধি অনুযায়ী "একজন শিক্ষককে কেবলমাত্র 'নৈতিক স্খলন' বা 'অদক্ষতা'র ভিত্তিতে বরখাস্ত করা যেতে পারে। একই নিয়মে বলা হয়েছে যে, নৈতিক স্খলন বা অদক্ষতার অভিযোগের তদন্ত কমিটিতে যতক্ষণ শিক্ষক বা আধিকারিক মনোনীত কোনও ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করতে না পারেন, ততক্ষণ এ জাতীয় কোনও শিক্ষক বা কর্মকর্তা বরখাস্ত হবেন না।" এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ এর ৫৬ (৩) বিধির লঙ্ঘন হয়েছে এবং অধ্যাপক মোর্শেদের বিরুদ্ধে আনা আভিযোগের ব্যাপারে তাঁর নিজেকে রক্ষা করার অধিকার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। অপরদিকে গত ৯ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের এক কর্মী অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খানের বিরুদ্ধে ঢাকার মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে।[৩৫]

২৮. প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ফেসবুকে 'আপত্তিকর মন্তব্য' করার অভিযোগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক একেএম ওয়াহিদুজ্জামানকে ২০২০ সলের ১০ সেপ্টেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ওয়াহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে জননেত্রী পরিষদের সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা এবি সিদ্দিকী ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫০০ ও ৫০৬ ধারায় এ মামলা দায়ের করে। আদালত ২০১৩ সালের ৮ অক্টোবর ওয়াহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করলে ওয়াহিদুজ্জামান সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে ৪ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালিন জামিন পান। ২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর তিনি নিম্ম আদালতে হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করলে আদালত তাঁকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু কারাগারে পাঠানোর আগে কোর্ট হাজতে ওয়াহিদুজ্জানের ওপর নির্যাতন করা হয় বলে ওয়াহিদুজ্জামান *অধিকারের* কাছে অভিযোগ করেছেন। ২০১৩ সালের ৭ নভেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওয়াহিদুজ্জামানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। এরপর ওয়াহিদুজ্জামান কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে আরো মামলা দায়ের হয় এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা হয়রানি করে। ২০১৬ সালের ৫ মে ওয়াহিদুজ্জামান দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বর্তমানে তিনি মালোয়েশিয়ায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে রয়েছেন।[৩৬]

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮

২৯. স্বাধীনভাবে তথ্য ও মতপ্রকাশ করা বাংলাদেশের নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু বর্তমান সরকার মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে ব্যবহার করছে। ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতার সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার কারণে শিক্ষক, মসজিদের ইমামসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের এবং গ্রেফতার করা হয়েছে এই তিন মাসে। এছাড়া বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও

[৩৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/city/2020/09/11/565546
[৩৫] এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০;
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1330552020ENGLISH.pdf
[৩৬] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য / এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর বিবৃতি, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০;
https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/3122/2020/en/

হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। বেশির ভাগে ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা এই মামলাগুলো দায়ের করেছে এবং আদালতগুলোও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের জামিন দিতে অস্বীকার করছে।

৩০. **জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের ব্যক্তি বা নেতাদের সমালোচনা করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

৩১. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রয়াত সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও প্রয়াত ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহকে নিয়ে মন্তব্য করার অভিযোগে চট্টগ্রাম জেলার হাটজাহারী উপজেলার একটি মসজিদের ইমাম আব্দুল কাইয়ুমের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সদস্য মোনায়েম আহমেদ সুহানসহ ৫ জন নেতাকর্মী হাটজাহারী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে। হাটজাহারী থানা পুলিশ আব্দুল কাইয়ুমকে গত ৫ জুলাই গ্রেফতার করে।[৩৭]

আব্দুল কাইয়ুম। ছবিঃ মানবজমিন, ৬ জুলাই ২০২০

৩২. চট্টগ্রামে ফেসবুকে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলকে নিয়ে মন্তব্য করার অভিযোগে বাকালিয়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন রুবেল বাকালিয়া থানায় এনামুল হক নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে। গত ১৫ জুলাই পুলিশ এনামুল হককে গ্রেফতার করে।[৩৮]

৩৩. শিক্ষামন্ত্রী দীপুমনি, চাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা ও ফরক্কাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হান্নান মিজিসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার নামে ফেসবুকে 'অপপ্রচার' চালানোর অভিযোগে ফরক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, নোমান সিদ্দিকী ও এবিএম আনিসুর রহমানকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে চাঁদপুর মডেল থানার পুলিশ গত ১৯ জুলাই গ্রেফতার করে।[৩৯]

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকের ওপর হামলা

৩৪. সংবাদমাধ্যমের ওপর সরকার চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার বাধাগ্রস্ত করার ফলে অনেক সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে। সরকার অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং প্রায় সব ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়া সরকারের অনুগত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে। ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

[৩৭] মানবজমিন, ৬ জুলাই ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=234131

[৩৮] যুগান্তর, ১৬ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/326393/

[৩৯] মানবজমিন, ২০ জুলাই ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=236036&cat=1

মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং রিমান্ডে নিয়ে তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এরপর আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। সাত বছর ধরে আমার দেশ পত্রিকা দেশে প্রকাশিত হতে না পেরে গত ৩০ অগাস্ট যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে একটি যুক্তরাজ্যভিত্তিক অনলাইন পোর্টাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বিটিআরসি নিউজ পের্টালটি ব্লক করে দেয়ায় বাংলাদেশের পাঠকরা পত্রিকাটি পড়তে পারছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৪০] সংবাদ প্রকাশের কারণে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেছে। এই দমনমূলক পরিস্থিতিতে যেসব সাংবাদিক এবং রিপোর্টার সাহস করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করেছেন তাঁদের হুমকি দেয়া হয়েছে বা তাঁদের ওপর হামলা হয়েছে এবং মামলা দিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩৫. **২০২০ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ১৭ জন সাংবাদিক আহত, ০৯ জন লাঞ্ছিত, ০৪ জন আক্রমণের শিকার, ০৪ জন হুমকির সম্মুখীন, ০২ জন গ্রেফতার ও ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।**

৩৬. গত ৫ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ সদর থানার কাছে দৈনিক আমার হবিগঞ্জ পত্রিকার প্রধান প্রতিবেদক তারিক হাবিবকে একদল দুর্বৃত্ত রড, হকিস্টিক ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারত্মকভাবে আহত করে। তারিক হাবিবকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দৈনিক আমার হবিগঞ্জ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক রায়হান উদ্দিন বলেন, সংবাদ প্রকাশের জের ধরেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য, গত ২৬ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থিত হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সাইদুর রহমান এবং ২ সেপ্টেম্বর সাধারণ সম্পাদক মহিবুর রহমান তারিক হাবিবসহ ওই পত্রিকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা করে। সাইদুর ও মহিবুরের অভিযোগ, তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।[৪১]

আহত সাংবাদিক তারেক হাবিব। ছবিঃ প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

৩৭. সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে 'কুরুচিপূর্ণ' লেখা প্রকাশের অভিযোগে দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন এবং যায়যায়দিন পত্রিকার সম্পাদক কাজী রুকুন উদ্দিন আহমেদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খানের বিরুদ্ধে গত ১০ সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম ঢাকা মেট্রোপলিটন

[৪০] এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০; http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-018-2020/

[৪১] প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/হবিগঞ্জে-রড-হকিস্টিক-দিয়ে-সাংবাদিককে-পিটিয়ে-আহত

ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াউর রহমানের আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। আদালত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) ২০ অক্টোবরের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে।[৪২]

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৩৮. এই তিন মাসেও বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে সংকুচিত করা অব্যাহত ছিল। বিএনপি ছাড়াও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলোর মিছিল সমাবেশেও সরকার বাধা দিয়েছে এবং হামলা করেছে।

৩৯. বার কাউন্সিরের এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্ক্ষীকে আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত করে গ্যাজেট প্রকাশের দাবিতে গত ১ জুলাই ব্রাহ্মনবাড়িয়া প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষার্থীদের আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচি পুলিশের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়। পুলিশ এই সময় আয়োজকদের ব্যানার ছিনিয়ে নেয়।[৪৩]

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিক্ষানবিশ আইনজীবীদের মানববন্ধনে পুলিশের বাধা। ছবিঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩০ জুন ২০২০

৪০. সবার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষাসহ আট দফা দাবিতে গত ২২ জুলাই সিলেটে বাম গণতান্ত্রিক জোটের অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশ হামলা চালায়। এই হামলায় বাম গণতান্ত্রিক জোটের ১০ জন নেতা-কর্মী আহত হন।[৪৪]

সিলেটে বাম জোটের কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা। ছবিঃ সমকাল, ২৩ জুলাই ২০২০

[৪২] প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=4&edcode=71&pagedate=2020-9-11

[৪৩] মানবজমিন, ১ জুলাই ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233452&cat=9

[৪৪] নয়াদিগন্ত, ২৩ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/517097

৪১. পুলিশের গুলিতে নিহত মেজর (অব) সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানের সঙ্গে থাকা ভিডিও চিত্রগ্রাহক সাহেদুল ইসলাম সিফাতের[৪৫] মুক্তির দাবিতে তাঁর গ্রামের বাড়ি বরগুনা জেলার বামনা উপজেলায় স্থানীয় শিক্ষার্থীরা গত ৮ অগাস্ট মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করতে গেলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এই সময় বামনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ইলিয়াস আলী তালুকদারের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। পুলিশের হামলায় ১০ জন শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী আহত হন।[৪৬]

৪২. গত ৪ সেপ্টেম্বর দৃকের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার শাহবাগে জাতীয় যাদুঘরের সামনে 'ক্রসফায়ারের' প্রতিবাদে বিকাল ৪ টায় এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কিন্তু আয়োজকরা অনুষ্ঠান স্থলে যেয়ে দেখতে পান সেখানে সরকার সমর্থক ব্যক্তিরা সরকারের সমর্থনে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে জায়গাটি দখল করে রেখেছেন। এই সময় সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশকেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এরপর দৃক কর্তৃপক্ষ তাঁদের অনুষ্ঠানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কার্যের সামনে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে অনুষ্ঠান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সরকার সমর্থকরা অনুষ্ঠানকে বানচাল করতে সেখানে হাজির হয়ে শ্লোগান দিয়ে তাঁদের ব্যানার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে এবং আলোকচিত্রগুলো ছিঁড়ে ফেলে। এই সময় সরকার সমর্থকরা আয়োজকদের হুমকি দেয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী একজন নারী অভিযোগ করেন, সরকার সমর্থকরা তাঁকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। এই অবস্থায় দৃক কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হন।[৪৭]

ক্ষমতাসীনদলের সহিংসতা ও দুবৃর্ত্তায়ন

৪৩. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ব্যাপকভাবে চাঁদাবাজি, জমি দখল, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের দুবৃর্ত্তায়নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে জনগণের সামনে মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। হামলা ও মামলা দায়েরসহ বিভিন্নভাবে বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতালম্বীদের ওপরও দমন-পীড়ন চালাচ্ছে তারা। উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তারাও তাদের হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। এছাড়া আধিপত্য বিস্তার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।[৪৮] এই সমস্ত কিছু কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকারিদলের কোন কোন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযান চলানো হয়। কোভিড-১৯ এর মহামারীর এই দুঃসময়ে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও দুবৃর্ত্তয়ানের অভিযোগ পাওয়া গেছে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই সময়ে খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠির নামে বরাদ্দকৃত ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি ও আত্মসাতের অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। দুবৃর্ত্তায়ন ও লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল পরিমান টাকা তারা বিদেশে টাকা পাচার করছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিচারের সম্মুখিন করা হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে সরকার কয়েকজনকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হলেও আসল অপরাধীরা রয়ে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

৪৪. **চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১৯ জন নিহত ও ৭৮০ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৭৫ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনাগুলোতে ১৬ জন নিহত ও ৬০৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

৪৫. গত ২৬ জুন ঢাকার কাফরুল থানায় ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন বরকত ও তার ভাই ইমতিয়াজ হাসান রুবেলের বিরুদ্ধে সিআইডি দুই হাজার কোটি টাকা পাচারের একটি

---

[৪৫] গত ৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজার জেলার টেকনাফের শামলাপুর তল্লাশিচৌকিতে পুলিশের গুলিতে মেজর (অব.) সিনহা মোঃ রাশেদ খান নিহত হন। স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সিফাত মেজর (অব) সিনহার সঙ্গে প্রামান্যচিত্র নির্মার্ণের কাজ করছিল। সিনহা নিহত হওয়ার পর সিফাত ও আরেক শিক্ষার্থী শিপ্রা দেবনাথকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

[৪৬] যুগান্তর, ৯ অগাস্ট ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/332973

[৪৭] দৃক এর বিবৃতি, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

[৪৮] প্রথম আলো, ১৮ জুলাই ২০২; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-7-18&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

মামলা করে। এই মামলায় গত ৭ জুলাই ফরিদপুর শহরের বদপুরস্থ দুই ভাইয়ের অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, দেশি-বিদেশী টাকা, মদ, ১২ বস্তা ত্রাণের চাল উদ্ধার করা হয় এবং তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত দুই ভাইয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি নাজমুল ইসলাম লেভি, জেলা শ্রমিক লীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, শহর যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিবুর রহমান ফারহান এবং ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি নিশান মাহমুদ শামীমকে গ্রেফতার করে সিআইডি।[৪৯] উল্লেখ্য, গত ১৬ মে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুবল চন্দ্র সাহার বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটলে পুলিশ তাদের তদন্তে আওয়ামী লীগের অপর অংশের নেতাকর্মীরা এর সঙ্গে জড়িত বলে জানতে পারে। এরপর সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে ফরিদপুরে আওয়ামী লীগের একটি অংশের বিরুদ্ধে শুরু হয় অভিযান।[৫০]

টাকা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত আওয়ামী লীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন বরকত ও তার ভাই ইমতিয়াজ হাসান রুবেল। ছবিঃ প্রথম আলো, ৩০ অগাস্ট ২০২০

৪৬. গত ২১ অগাস্ট কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মিরানুল ইসলাম গরু চুরির কথিত অভিযোগে মা ও মেয়েকে দড়ি দিয়ে বেঁধে এলাকার সড়কগুলোতে ঘোরান এবং ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে নিয়ে মারধর করেন। এরপর তাঁদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।[৫১]

চুরির অভিযোগ তুলে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নে মা-মেয়েকে রশিতে বেঁধে মারধর করা হয়। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৩ অগাস্ট ২০২০

[৪৯] মানবজমিন, ২২ অগাস্ট ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=239840&cat=3
[৫০] প্রথম আলো, ৩০ অগাস্ট ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/৭-বছরে-২৪৫০-বিঘা-জমির-মালিক
[৫১] প্রথম আলো, ২৩ অগাস্ট ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/চুরির-অভিযোগে-রশিতে-বেঁধে-মা-মেয়েকে-ইউপি-চেয়ারম্যানের-মারধর

৪৭.গত ২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াহিদা খানমের বাসভবনে একদল মুখোশধারী লোক প্রবেশ করে তাঁকে ও তাঁর বাবা ওমর আলীকে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে মারাত্মকবাবে জখম করে। এই ঘটনায় ঘোড়াঘাট উপজেলা যুবলীগের আহ্বয়াক জাহাঙ্গীর আলম ও উপজেলা যুবলীগের সদস্য আসাদুল ইসলামসহ ৭ জনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।[৫২] কিন্তু গ্রেফতারকৃত জাহাঙ্গীর আলমকে পরে ছেড়ে দেয়া হয়। গত ৪ সেপ্টেম্বর র‍্যাব এক সংবাদ সম্মেলনে জানায় 'নিছক চুরির অভিপ্রায়ে' ওয়াহিদা খানমের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।[৫৩] উপজেলা যুবলীগের সদস্য আসাদুল ইসলাম এই হামলায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।[৫৪] র‍্যাবের তদন্তের পাশাপশি পুলিশ তদন্ত শুরু করে। গত ১২ সেপ্টেম্বর পুলিশ এক সংবাদ সম্মেলন করে জানায়, রবিউল নামে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের এক কর্মচারী তাদের কাছে এই হামলায় তার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। পুলিশ এই ঘটনায় র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া উপজেলা যুবলীগের সদস্য আসাদুল ইসলামসহ তিনজনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পায়নি।[৫৫] আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দুটির দুই রকম তদন্তের ফলাফল অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এলাকায় অবৈধ বালু উত্তোলন, টেন্ডারবাজী, জমি দখল, মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, খাসজমি দখল এবং চাঁদাবাজি ইত্যাদি কাজে বাধা দেয়ায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াহিদার ওপর হামলা হয়েছে বলে মনে করেন এলাকাবাসী। আর এইসব অপকর্ম একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ঘোড়াঘাট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুর রাফে খোন্দকার শাহেনশা। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এই জাহাঙ্গীর আলম।[৫৬] রবিউল এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় বলে অভিযোগ এনে তাঁর পরিবার গত ২৯ সেপ্টেম্বর এক সংবাদ সম্মেলন করে। রবিউলের চাচাতো ভাই রশিদুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ৯ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক দেড়টায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) রবিউলকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার তিন দিন পর তাঁরা মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তাঁর বাবার ওপর হামলার ঘটনায় রবিউলকে আটক করা হয়েছে। এরপর রিমান্ডে নিয়ে চাপ সৃষ্টি করে এই ঘটনায় তার জড়িত থাকার ব্যাপারে আদালতে জবানবন্দি দিতে বাধ্য করেছে। [৫৭]

৪৮.গত ১২ অগাস্ট ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে দুঃস্থদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বরদ্দকৃত ৩৫ বস্তা চাল চুরির অভিযোগে যাদবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজুকে আটক করেছে র‍্যাব-৪ এর সদসরা।[৫৮]

৪৯.গত ১৩ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায় দলীয় কোন্দলের জের ধরে উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ও বহিস্কৃত উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের সমর্থকদের সাথে কিশোরগঞ্জ-২ এর আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদের সমর্থকদের মধ্যে সংর্ঘষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ১০ জন আহত হন।[৫৯]

---

[৫২] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/first-page/2020/09/04/563184

[৫৩] প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-9-9&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৫৪] প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-9-13&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৫৫] প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-9-13&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৫৬] মানবজমিন, ৬ সেপ্টম্বর ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=241732

[৫৭] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/last-page/2020/09/30/571874

[৫৮] বাংলা ট্রিবিউন, ১২ অগাস্ট ২০২০; https://www.banglatribune.com/country/news/636871

[৫৯] প্রথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/**পাকুন্দিয়ায়-আলীগের-দুপক্ষের-সংঘর্ষ-অস্ত্র-নিয়ে-মহড়া**

সংঘর্ষের সময় রামদা নিয়ে ধাওয়া দিচ্ছেন পাকুন্দিয়া উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি নাজমুল হক। ১৩ সেপ্টেম্বর বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১টায় পাকুন্দিয়া থানার পাশে এই ঘটনা ঘটে। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৫০. গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা এই তিন মাসেও অব্যাহত ছিল। জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়ার মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ দেশে জবাবদিহিতাহীন ও দায়মুক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে এবং অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার ফলে দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সমাজের কিছু দুর্বৃত্ত এই অবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন।

৫১. **২০২০ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ১০ জন নিহত হয়েছেন।**

৫২. চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় ভুজপুরে নুর মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে থাকা শ্রমিকদের মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা চুরি হয়। গত ১৪ জুলাই এই চুরির সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকা সন্দেহে অহিদুর রহমান নামে এক কৃষককে ধরে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে।[৬০]

৫৩. রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার শঠিবাড়ি বন্দরের ব্যবসায়ী জামিরুল ইসলামের মুদি দোকানে গত ৮ অগাস্ট রাতে চুরি হয়। এই সময় স্থানীয়রা চুরির সাথে যুক্ত রমজান আলীকে ধরে ফেলে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি নৈশপ্রহরী তছলিম মিয়ার সম্পৃক্ততার কথা জানালে স্থানীয় কিছু লোক তছলিম মিয়াকে ধরে গণপিটুনী দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তছলিম মিয়াকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান। তছলিম মিয়াকে হত্যার প্রতিবাদে স্থানীয় জনতা সড়ক অবরোধ করে রাখে। তছলিম মিয়ার হত্যার ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।[৬১]

[৬০] যুগান্তর, ১৫ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/326120

[৬১] যুগান্তর, ৯ অগাস্ট ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/333144

মৃত্যুদণ্ড

৫৪. বাংলাদেশে বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বহাল রয়েছে। প্রতি বছর নিম্ন আদালতে ব্যাপক সংখ্যক অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হওয়া এইসব অভিযুক্তকে বহু বছর কনডেম্ড সেলে বন্দি করে রাখা হয় যার কারণে তাঁরা মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। অনেকে বহু বছর কনডেম্ড সেলে বন্দি থাকার পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে মুক্তি পেলেও আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন না। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের ২৫ জুন স্ত্রী ও দেড় বছরের শিশুকন্যাকে হত্যার অভিযোগে খুলনার আদালত মৃত্যুদণ্ড দেয় জাহিদ শেখ নামে এক ব্যক্তিকে। এরপর টানা ২০ বছর কনডেম্ড সেলে বন্দি থাকেন জাহিদ শেখ। কিন্তু মামলা প্রমাণিত না হওয়ায় ২৫ অগাস্ট জাহেদ শেখকে খালাসের নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ৩১ অগাস্ট জাহিদ শেখ খুলনা কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তির পর জাহিদ শেখ জানান, ফাঁসির কনডেম্ড সেলে প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন। জাহিদের ভগ্নিপতি আজিজুর রহমান জানান, এই ঘটনায় জাহিদের নামে ফকিরহাট থানায় নারী নির্যাতন আইনে মামলা হলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁদের কাছে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। টাকা না দেয়ায় জাহিদকে মামলায় একতরফাভাবে দোষী সাব্যস্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়া হয়।[৬২]

শেখ জাহিদ। ছবিঃ মানবজমিন, ২ সেপ্টেম্বর ২০২০

৫৫. ২০২০ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

সরকারের আজ্ঞাবহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান- নির্বাচন কমিশন

৫৬. আওয়ামী লীগ সরকার সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ ও দলীয়করণের মাধ্যমে দেশকে এক ভয়াবহ সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় নাগরিকরা সুশাসন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫৭. বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (আইসিসিপিআর) স্বাক্ষর দানকারী দেশ। এই চুক্তির ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থায় এক নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সরকার এবং নির্বাচন কমিশন মিলে জনগণের ভোটের অধিকারকে হরণ করে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলায় বর্তমানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে অধিকাংশ জনগণ ভোট দানে বিরত

[৬২] মানবজমিন, ২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=241217

থাকায় ভোট কেন্দ্রগুলো ফাঁকা থাকতে দেখা যাচ্ছে।[৬৩] মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশে কোভিড মহামারীর প্রদুর্ভাব দেখা দেয়, যা এখনও অব্যাহত আছে। পাশাপাশি জুলাই মাসের শুরু থেকে দেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেও নির্বাচন কমিশন কয়েকটি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে, যেখানে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য। কিন্তু সরকারের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন এই ভোটারবিহীন নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করতে ভোটগ্রহণের হার অতিরিক্ত করে দেখিয়েছে।

৫৮. গত ১৩ জুলাই বগুড়া- ১[৬৪] ও যশোর[৬৫]-৬ সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি বগুড়ার নির্বাচন বর্জন করে। বন্যাকবলিত বগুড়া-১ আসনে ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম। প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে নৌকা ছাড়া অন্য কোন প্রার্থীর এজেন্ট দেখা যায়নি।[৬৬] দুপুর পর্যন্ত সারিয়াকান্দী ফুলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২ হাজার ৫১২ জন ভোটারের মধ্যে ভোট পড়েছে ২২৫টি।[৬৭] কেন্দ্রগুলো ফাঁকা থাকলেও এই আসনে ৪৬ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার।[৬৮] যশোর-৬ আসনের উপ-নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রগুলোতে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী শাহিন চাকলাদারের সমর্থক ছাড়া অন্য কোন প্রাথীর লোকজন দেখা যায়নি। অন্য প্রার্থীদের এজেন্টও ছিল না ভোট কেন্দ্রে। ভোটার উপস্থিতি তেমন না থাকলেও যশোর-৬ আসনে ৬৩ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানান রিটার্নিং অফিসার।[৬৯]

বগুড়া ১ সারিয়াকান্দী-সোনাতলা আসনে উপ নির্বাচন প্রায় ভোটার শূন্যভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছবিঃ মানবজমিন, ১৪ জুলাই ২০২০

কোনো ভোটার নেই। সারিয়াকান্দির যমুনা কিন্ডার গার্টেন স্কুল কেন্দ্রে অলস সময় কাটাচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০২০

[৬৩] মানবজমিন, ১৪ জুলাই ২০২০; http://mzamin.com/article.php?mzamin=235202

[৬৪] এই আসনের সংসদ সদস্য আদুল মান্নান ১৮ জানুয়ারি মারা গেলে আসনটি শূন্য হয়

[৬৫] এই আসনের সংসদ সদস্য ইসমাত আরা সাদেক ২১ জানুয়ারি মারা গেলে আসনটি শূন্য হয়।

[৬৬] প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/**করোনা-আর-বন্যার-মধ্যেই-ভোট-নৌকার-প্রচারণা-নেই**

[৬৭] মানবজমিন, ১৪ জুলাই ২০২০; http://mzamin.com/article.php?mzamin=235202

[৬৮] আজগুবি ভোটে অবিশ্বাস্য নির্বাচন/ নয়াদিগন্ত, ১৬ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/515558

[৬৯] আজগুবি ভোটে অবিশ্বাস্য নির্বাচন/ নয়াদিগন্ত, ১৬ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/515558

বগুড়ার সারিয়াকান্দির হাটফুলবাড়ির একটি ভোটার বিহীন ভোটকেন্দ্র। ছবিঃ ইনকিলাব, ১৪ জুলাই ২০২০

বগুড়া-১ আসনে উপনির্বাচনে সারিয়াকান্দি উপজেলার ধাপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটকক্ষে প্রকাশ্যে ভোট দিচ্ছেন এক তরুন। ছবি ঃ প্রথম আলো, ১৫ জুলাই ২০২০

শ্রমিকদের অধিকার

৫৯.জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিক এবং অভিবাসী শ্রমিকরা জীবন-জীবিকার ভয়াবহ সংকটসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন।

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

৬০.বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা। শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা অব্যাহত আছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে তৈরি পোশাক কারখানা ছাড়াও জুট মিলের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করছে। অন্তঃসত্ত্বা শ্রমিকদের বরখাস্ত করা বেআইনি হলেও কমপক্ষে ৩০টি কারখানা থেকে কয়েক ডজন অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা

হয়েছে। যে সব শ্রমিক কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেন এবং শ্রমিকদের সংগঠিত করেন কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের পরিচয়পত্র নিয়ে তাঁদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করছেন।[৭০]

৬১. **জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে আন্দোলন চলাকালীন ৫৫ জন শ্রমিক পুলিশ কর্তৃক এবং ০১ জন শ্রমিক কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহত হন। এছাড়া এই সময়ে ০৩ জন শ্রমিক গ্রেফতার ও ৩৫ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামালা দায়ের করা হয়েছে।**

৬২. গত ২৫ জুলাই গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায় ভিয়েলা টেক্স পোশাক কারখানা ও গাজীপুরের চান্দানা এলাকায় শফি টেক্স পোশাক কারখানার শ্রমিকরা অগ্রিম বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ ও ঈদের ছুটি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করেন এবং মহাসড়ক অবরোধ করে গাড়ী ভাংচুর করেন। এই সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের কয়েক দফা সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর শর্টগান দিয়ে গুলি ছোঁড়ে ও সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় ৫০ জন শ্রমিক ও ১৩ পুলিশ সদস্য আহত হন। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, বিনা উস্কানিতে আন্দেলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ হামলা চালিয়েছে।[৭১]

অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিক

৬৩. ইনফরমাল সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরি করা হয়নি। প্রখর রোদ এবং বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই এঁদের অনেকেই খোলা আকাশের নীচে কাজ করেন। অথচ তাঁদের কাজের জন্য কোন নূন্যতম মজুরি ধার্য করা হয়নি। ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা মজুরিসহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা না করেই তাঁদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে এবং শ্রমিকরা মারা যাচ্ছেন। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে অনেক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন।

৬৪. **জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর তিন মাসে অনানুষ্ঠিক খাতের ২৬ জন শ্রমিক কাজের সময় মারা গেছেন এবং ০৯ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।**

৬৫. গত ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে নির্মানাধীন একটি ভবনের কার্নিশ ধসে শফিকুল, ইনসান ও ওসমান নামে তিন জন নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। ফায়ার সার্ভিসের একজন উপ-পরিচালক জানান, ২০০৬ সালের বিল্ডিং কোড না মেনে তাঁরা বাঁশের মাচা তৈরী করে নির্মাণ কাজ করছিলেন।[৭২]

দেশে ফেরা অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

৬৬. প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ কাজের সন্ধানে দেশে ধারদেনা ও জমিজমা বিক্রি করে বিদেশে পাড়ি জমান। এই অভিবাসীরা শ্রমিক হিসেবে বিদেশে কঠোর পরিশ্রম করছেন এবং বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যে সেখানে অবস্থান করছেন। এরমধ্যে বহু নারী শ্রমিক ধর্ষণসহ শারিরীক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এই অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো টাকা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছে। কিন্তু বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সেখানে কর্মরত বাংলাদেশের শ্রমিকদের অসহযোগিতা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্বে কোভিড-১৯ সংক্রমণের শুরুর দিকে দেশে ছুটিতে আসেন প্রায় দুই লাখ অভিবাসী শ্রমিক। এঁদের মধ্যে অনেকেই কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারেননি। সব প্রস্তুতি শেষ করেও যেতে পারেননি এক লাখ নতুন শ্রমিক। এপ্রিল থেকে অগাস্ট পর্যন্ত ফিরে এসেছেন আরও এক লাখ অভিবাসী। গড়ে প্রতিদিন ফিরে আসছেন দুই হাজার শ্রমিক। কিন্তু

---

[৭০] গার্ডিয়ান, ৯ জুলাই ২০২০; https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/09/we-are-on-our-own-bangladeshs-pregnant-garment-workers-face-the-sack

[৭১] নয়াদিগন্ত, ২৬ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/517811

[৭২] প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ধানমন্ডিতে-নির্মাণাধীন-ভবনের-কার্নিশ-ভেঙে-৩-জনের-মৃত্যু

অধিকাংশ শ্রমিকই সরকারি বা বেসরকারি কোন সহায়তা পাননি।[৭৩] এছাড়া প্রবাসী শ্রমিকরা দেশে ফেরার পর তাঁরা বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশে ফেরার পর অভিবাসী শ্রমিকদের আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক প্রতিবেদন দিয়ে কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনাও ঘটেছে।

৬৭. গত ৪ জুলাই কুয়েত, বাহরাইন ও কাতার থেকে ২১৯ জন অভিবাসী শ্রমিক দেশে ফেরার পর পুলিশ তাঁদের আটক করে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠায়। ৪ জুলাই আদালতে দাখিলকৃত পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে উল্লেখিত দেশগুলোর কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন এবং কোয়ারেন্টিনে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এই অভিবাসীরা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য শলাপরামর্শ করেছিলেন। পুলিশ আরও অভিযোগ করে যে, বিদেশে অপরাধমূলক কাজে জড়িত হয়ে তাঁরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ন করেছেন, যার ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা এই শ্রমিকরা বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে অন্তরীণ থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সরকার তাঁদের ক্ষমা করে মুক্তি দিয়ে দেশে পাঠায়।[৭৪] এরপর গত ১৮ অগাস্ট দালালের খপ্পরে পড়ে সবকিছু হারিয়ে ভিয়েতনাম থেকে দেশে ফিরেন ৮১ জন অভিবাসী শ্রমিক। তাঁদের ঢাকায় উত্তরায় প্রতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়। কোয়ারেন্টিন শেষ হওয়ার পর অভিবাসী শ্রমিকরা যখন বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেলেন তখন তুরাগ থানার পুলিশ তাঁদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় আটক করে আদালতে হাজির করে। আদালত তাঁদের জেল হাজতে প্রেরণ করে। গত ১ সেপ্টেম্বর আদালতে দাখিলকৃত পুলিশ আবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে উল্লেখিত দেশগুলোর কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন তাঁরা। কিন্তু ভিয়েতনাম থেকে আসা শ্রমিকরা নির্দিষ্ট কোন অপরাধে যুক্ত ছিলেন না। তাঁরা চার-পাঁচ লাখ টাকা রিক্রুটিং এজেন্সিকে দিয়ে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে ভিয়েতনামে যান। কিন্তু যেখানে কাজ দেয়ার কথা বলে তাঁদের নেয়া হয়েছিল সেখানে তাঁরা কাজ পাননি। ভিয়েতনামে পৌঁছার পর ছোটখাট স্বল্পমেয়াদী কাজ করলেও এক সময় তাঁরা সবাই বেকার হয়ে পড়েন। এরপর তাঁরা ভিয়েতনামের ভুং তাও শহর থেকে প্রায় এক হাজার ৬৭৭ কিলোমিটার দুরে হ্যানয় শহরে এসে বাংলাদেশী দূতাবাসের সামনে অবস্থান নেন। কিন্তু বাংলাদেশ দূতাবাস এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও ভিয়েতনাম সরকার এই ব্যাপারে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর তাঁদের দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়।[৭৫] গত ১২ সেপ্টেম্বর লেবানন থেকেও ফেরত আসা ৩২ জন অভিবাসী শ্রমিককে পুলিশ কোয়রেন্টিনে নেয়। কোয়রেন্টিনের মেয়াদ শেষ হলে তাঁদের ছেড়ে না দিয়ে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। এরমধ্যে দুইজন নারী শ্রমিকও রয়েছেন। গত ২৮ সেপ্টেম্বর তুরাগ থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হয় এবং তাঁদের সবাইকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার এজাহারে বলা হয়, তাঁরা বিদেশে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় সাজা পেয়েছেন এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভেতর তাঁদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[৭৬]

---

[৭৩] প্রথম আলো, ২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/৪-লাখ-প্রবাসী-নিঃস্ব-আসছেন-আরও

[৭৪] প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ভিয়েতনামফেরত-৮১-জন-অভিবাসী-শ্রমিককে-গ্রেপ্তার-দেখাল-পুলিশ

[৭৫] প্রথম আলো, ১ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ভিয়েতনামফেরত-৮১-জন-অভিবাসী-শ্রমিককে-গ্রেপ্তার-দেখাল-পুলিশ

[৭৬] প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-9-29

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৮.জুলাই-সেপ্টম্বর এই তিন মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা খুবই নগণ্য।

ধর্ষণ

৬৯.আইনের ফাঁক গলে ধর্ষকরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে অথবা গ্রেফতার করা হচ্ছে না, ফলে দেশে ব্যাপকভাবে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। ধর্ষণের বিচার না হওয়ার পেছনে পুলিশের অসহযোগিতা অন্যতম কারণ। অভিযোগ রয়েছে যে, পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে মামলা নিতে চায় না। মামলা করতে গিয়ে প্রায় অর্ধেক নারী ও শিশু থানায় হেনস্তার শিকার হন আবার মামলা দায়ের হলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পুলিশ অনীহা প্রকাশ করে। ধর্ষণের সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অনীহা এবং দুর্বল মামলা দায়েরের পাশাপাশি পুলিশ নিজেও ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে।[৭৭] এছাড়া ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা ধর্ষণের ঘটনা ঘটাচ্ছে এবং ভিকটিম মামলা করলে তাঁদের মামলা তুলে নেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেয়া হচ্ছে।[৭৮] সালিশ করে ক্ষমতাসীনদলের নেতারা ধর্ষণের শিকার ভিকটিম পরিবারকে উল্টো জরিমানা করছে।[৭৯] এছাড়া আদালত থেকেও ধর্ষণ মামলার নথি গায়েব হয়ে যাচ্ছে।[৮০]

৭০.**গত তিন মাসে ৩২২ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১২১ জন নারী, ১৮৬ জন মেয়ে শিশু এবং ১৫ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১২১ জন নারীর মধ্যে ৪২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ০১ জন নারী আত্মহত্যা করেন। ১৮৬ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ০৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ০১ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ৩৮ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।**

৭১.গত ২৫ সেপ্টেম্বর সিলেটের মুরারি চাঁদ (এমসি) কলেজে এক দম্পতি বেড়াতে গেলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মী সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে তারেক আহমেদ, শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, অর্জুন লস্কর, রবিউল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান তাঁদেরকে তুলে কলেজের ছাত্রাবাসের ভেতরে নিয়ে যায়। এরপর ছাত্রলীগ কর্মীরা স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ 'ছাত্রলীগের দখলে থাকা' ছাত্রবাসে অভিযান চালিয়ে পাইপগান ও চারটি রামদা উদ্ধার করে।[৮১] এই ঘটনায় পুলিশ সাইফুর রহমান, শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, অর্জুন লস্কর এবং রবিউল ইসলামসহ দুইজন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে।[৮২]

৭২.গত ২৩ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে খাগড়াছড়ি জেলার শহরতলীতে আট-নয়জন দুবৃর্ত্ত একটি ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির পরিবারে হামলা চালিয়ে মা-বাবাকে বেঁধে রেখে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী তরুনীকে ধর্ষণ করে। পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।[৮৩]

---

[৭৭] প্রথম আলো, ২ জুলাই ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=6&edcode=71&pagedate=2020-07-02

[৭৮] যুগান্তর, ৬ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/323320

[৭৯] প্রথম আলো, ২১ জুলাই ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-7-21

[৮০] যুগান্তর, ৪ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/322515

[৮১] ডেইলী স্টার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.thedailystar.net/frontpage/news/rape-mc-college-6-accused-bcl-men-moved-impunity-1968069

[৮২] প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-9-29&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৮৩] প্রথম আলো, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2020-9-27&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

যৌন হয়রানি

৭৩.জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসেও যৌন হয়রানি ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিল। অভিযোগের পর ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের গাফিলতির কারণে যৌন হয়রানির শিকার ভিকটিম আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৭৪.**জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে মোট ৩৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০৪ জন আত্মহত্যা করেন, ০১ জনকে হত্যা, ০৯ জন লাঞ্ছিত, ০৩ জন আহত এবং ১৮ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন।**

৭৫.সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় ফেসবুকে অশ্লিল ছবি ছড়িয়ে দেয়ার ঘটনায় ক্ষোভে বিউটি মণ্ডল নামে এক তরুণী গত ৯ সেপ্টেম্বর আত্মহত্যা করেন। বিউটির বাবা নিতাই মণ্ডল অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ের মুখমন্ডলের সঙ্গে বিবস্ত্র একটি ছবি জোড়া লাগিয়ে আপত্তিকর কথা লিখে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়। এমনকি ওই ছবিতে তাঁর মেয়ের মোবাইল নম্বার দেয়া হয়। এই ঘটনায় তিনি গত ৭ সেপ্টেম্বর তালা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং শহীদ জিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মৃত্যুঞ্জয় রায় ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু অভিযোগের পরও পুলিশ এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তাই তাঁর মেয়ে ক্ষেভে দুঃখে আত্মহত্যা করে।[৮৪]

যৌতুক সহিংসতা

৭৬.যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও যৌতুক দেয়া-নেয়ার প্রচলন সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং আইনের শাসনের অভাবে অধিকাংশ ভুক্তভোগীরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। যৌতুক না পাওয়ার কারণে এই তিন মাসে নারীদের পিটিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, শ্বাসরোধ করে ও কুপিয়ে হত্যা করার মতো অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ অনেক সময় ভিকটিম পরিবারের মামলা নিতে চায় না।[৮৫]

৭৭.**গত তিন মাসে মোট ৪৫ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৭ জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে, ২৮ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।**

৭৮.গত ১০ জুলাই ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দায় খোদেজা আক্তার সুমি নামে এক গৃহবধুকে দাবিকৃত যৌতুকের টাকা না পেয়ে তাঁর স্বামী বিল্লাল হোসেন তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় সুমিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হলে গত ১৫ জুলাই তিনি মারা যান। পুলিশ বিল্লাল হোসেন ও তার মা কুলসুম বেগমকে গ্রেফতার করেছে।[৮৬]

এসিড সহিংসতা

৭৯.২০০২ সালের এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন এবং এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ না করার কারণে ভয়াবহ এসিড সহিংসতা অব্যাহত আছে।

৮০.**চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ০৯ জন ব্যাক্তি এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০৪ জন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী, ০৩ জন মেয়েশিশু এবং ০২ জন পুরুষ রয়েছেন।**

৮১.গত ১১ অগাস্ট রাতে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় সুমা খাতুন (১৫) নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রীর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে অজ্ঞাত দুবৃর্ত্তরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়।[৮৭]

---

[৮৪] প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2020-9-12

[৮৫] নয়াদিগন্ত, ১২ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/514603

[৮৬] যুগান্তর, ১৭ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/326870

[৮৭] প্রথম আলো, ১২ অগাস্ট ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1674121

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ

৮২.ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর সদস্যরা সমঝোতা স্মারক এবং আর্ন্তজাতিক আইন লঙ্ঘন করে সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন ও অপহরণ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া যেকোন সময়ে বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করছে এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। পৃথিবীর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ একমাত্র সীমান্ত যেখানে প্রতিনিয়ত হত্যার ঘটনা ঘটছে। কিন্তু বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর একের পর এক নৃশংস হামলার পরও বাংলাদেশের সরকার এই ব্যাপারে কোনো কার্যকর ভূমিকা নেয়নি এবং জোরালো কোন প্রতিবাদ করেনি। আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যার একটিরও বিচার হয়নি।

৮৩.**জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে ১১ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ১০ জন বিএসএফ'র গুলিতে হাতে নিতহ হন। ০১ জনকে বিএসএফ নির্যাতন করে হত্যা করে। এছাড়া একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে ০২ জন বাংলাদেশী নাগরিক আহত হন ও ০৩ জনকে অপহরণ করা হয়।**

৮৪.গত ৩ জুলাই যশোর জেলার বেনাপোলের ধান্যখোলা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র বাঁশঘাটা ক্যাম্পের সদস্যদের গুলিতে রিয়াজুল ইসলাম (৩২) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছেন।[৮৮]

৮৫.অগাস্ট মাসে পরপর কয়েকদিন বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশ-ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করে। গত ১১ অগাস্ট কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার চরইটালুকান্দা সীমান্তে আখিরুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে[৮৯], ১৪ অগাস্ট কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে কাশেম নামে এক বাংলাদেশী যুবককে[৯০], ১৬ অগাস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শিংনগর সীমান্তে মোহাম্মদ সুমন নামে বাংলাদেশী এক যুবককে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে।[৯১]

৮৬.গত ৫ সেপ্টেম্বর রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ সীমান্তে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার কালিয়াচক-গোলাপগঞ্জ এলাকার শ্মশানী ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা মোহাম্মদ বাদশাহ নামে এক বাংলাশী যুবককে গুলি করে হত্যা করে লাশ ফেলে যায়। এরপর গত ৬ সেপ্টেম্বর বিএসএফ'র সদস্যরা এসে লাশ নিয়ে যায়।[৯২]

বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় আধিপত্য বিস্তার

৮৭.ভারত সরকার কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের পাশাপাশি বাংলাদেশের ওপর ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিপত্য আরো ভয়াবহভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারত সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্যাপক হস্তক্ষেপের অভিপ্রায়ে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র অস্বচ্ছ, বিতর্কিত একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৯৩] এই

---

[৮৮] যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/322278

[৮৯] নয়াদিগন্ত, ১৩ অগাস্ট ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/521241

[৯০] যুগান্তর, ১৫ অগাস্ট ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/335043

[৯১] যুগান্তর, ১৭ অগাস্ট ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/335599

[৯২] প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2020-09-07

[৯৩] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত এবং অকার্যকর সংসদ গঠনে ভূমিকা পালন করেছে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

নির্বাচনের ধারবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর আরেকটি অস্বচ্ছ, বিতর্কিত একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসে; যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র পর থেকে বাংলাদেশ সরকারের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ উত্তরোত্তোর বৃদ্ধি পায়। ২০১৫ সালের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি'র ঢাকা সফরকালে চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার জন্য সমঝোতা স্মারকসহ (এমওইউ) রেকর্ডসংখ্যক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ১৭ অক্টোবর চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারত কর্তৃক তার পণ্য সেদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যেগুলোতে পরিবহন করা সম্পর্কিত পাঁচ বছরের একটি দ্বীপক্ষীয় চুক্তি হয়।[৯৪] ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের বন্দর ও অবকাঠামো ব্যবহারের কারণে ভারত ব্যাপকভাবে উপকৃত হলেও এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কী ধরনের লাভ হতে পারে তার কোন পরিস্কার ধারণাই দেয়নি বাংলাদেশ সরকার। এই চুক্তির আর্টিক্যাল-৪ পোর্ট এন্ড আদার্স ফ্যাসিলিটিজ এ বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি পন্যের ক্ষেত্রে যে ধরণের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে পরিবাহিত ভারতের পণ্যের ক্ষেত্রেও একই সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়াও এ ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ 'প্রায়োরিটির'র ভিত্তিতে 'স্পেস' প্রদান করবে। এই বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব ওমর ফারুক জানান, একই দিনে একটি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের পণ্য বোঝাই জাহাজ ও ভারতের ব্যবসায়ীদের পণ্য বোঝাই জাহাজ বন্দরে এলে দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী অবশ্যই ভারতের জাহাজ অগ্রাধিকার পাবে। নিজ দেশের বন্দর ব্যবহারে ভারতের ব্যবসায়ীরা বেশী সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এই চুক্তির আওতায় ভারতের কলকাতার বন্দর থেকে এমভি সেঁজুতি নামে একটি পন্যবাহী জাহাজ ২০২০ সালের ২০ জুলাই চট্টগ্রামে এসে পৌঁছে। এই চালানের মাধ্যমেই বাংলাদেশের বন্দর ও সড়ক ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য তাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে পরিবহনের প্রথম পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করলো।[৯৫]

৮৮.১৯৮২ সালে গজলডোবার কাছে তিস্তা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণ করে ভারত এবং সেচের জন্য তিস্তা নদীর পানি সরিয়ে মহানন্দা নদীতে স্থানান্তর করতে শুরু করে।[৯৬] এরপর থেকে পানি ছাড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নেতিবাচক নীতি অনুসরন করছে নয়া দিল্লীর সরকার। শুস্ক মৌসুমে ভারত অভিন্ন তিস্তা নদীর পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করায় তিস্তা অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রায় পানিশূন্য হয়ে পড়ে। তিস্তার এই মরুকরণ মহাবিপর্যয় হয়ে আসে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের জীবনে। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে ভারত সরকার কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে কৃষকদের সর্বনাশ ডেকে আনে। সেপ্টেম্বর মাসে উজানের ঢল আর বৃষ্টিতে আবারো পানি বাড়তে শুরু করেছে তিস্তায়। পানি বৃদ্ধির কারণে নদী ভাঙন ও ফসল ক্ষতির আশঙ্কায় পড়েছেন তিস্তার ১৫২ কিলোমিটার অববাহিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকরা। গত বছর জুলাই ও আগস্ট মাসে কয়েকদফা বন্যায়, তিস্তা পাড়ের এক লাখ ৭২ হাজার কৃষকের প্রায় ২০০ কোটি টাকার ফসলহানী ও পাঁচ হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি, কয়েক হাজার হেক্টর জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মসজিদসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।[৯৭]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার

৮৯.মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ চরমপন্থীরা ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা ও তাঁদের মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া শুরু করে। এই অভিযানগুলোতে রোহিঙ্গা

[৯৪] নয়াদিগন্ত, ১৮ অক্টোবর ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/first-page/350033/

[৯৫] দি ডেইলি স্টার, ১৬ জুলাই ২০২০; https://www.thedailystar.net/bangla/শীর্ষ-খবর/বাংলাদেশের-বন্দর-ব্যবহার-করে-আসাম-ও-ত্রিপুরায়-যাচ্ছে-ভারতীয়-পণ্য-162541

[৯৬] দি ডেইলি স্টার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১১; https://www.thedailystar.net/news-detail-204060

[৯৭] নয়াদিগন্ত, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/526916

জনগোষ্ঠির সদস্যরা হত্যা, গুম, গণধর্ষণ, ঘরবাড়ি-চাষের জমি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩৪টি শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও দেশটির স্টেট কাউন্সিলার অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন সরকার এসব অভিযোগ অস্বীকার করছে। এই গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দুই সদস্য মায়ো উইন তুন এবং জ নাইং তুন ২০২০ সালের অগাস্ট মাসে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে যায়। তাদের নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে নেয়া হয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের হেফাজতে রাখা হয়। মিয়ানমারের সাবেক ওই দুই সেনা সদস্য স্বীকার করেছে, রোহিঙ্গা গণহত্যা, হত্যার পর গণকবর দেয়া, রোহিঙ্গা গ্রামগুলোয় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং ধর্ষণের যেসব অভিযোগ মিয়নমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উঠেছে, তা সবই সত্য।[৯৮] এরপর চ্যাও মিও অং এবং পার তাও নি নামে দুই জন মিয়নমারের সেনাবাহিনীর সৈনিক আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে তাদের জবানবন্দি দিয়েছে। সেখানে তারা তুলে ধরেছে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মম নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ।[৯৯]

৯০. মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালানোর অভিযোগে মিয়ানমারের সেনা কর্মকর্তাদের দোষী সাবস্ত করার পাশাপশি রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা মুসলিমসহ আরো বেশ কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতা চলমান রয়েছে বলে জানা গেছে। জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ৪৩তম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল বাশেলেট এই তথ্য জানিয়ে মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা মুসলিমসহ আরো বেশ কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলমান সহিংসতার ঘটনা তুলে ধরেন।[১০০]

৯১. রোহিঙ্গা **শরণার্থী**দের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। ফলে সাগরের বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বিদেশে পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করছেন। সমুদ্রে ভাসমান থাকা ৩৩ জন শিশুসহ ৩০০'র বেশি রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে তাঁদের ভাসানচরে পাঠানো হয়। সেই সময় বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে, কক্সবাজারের শিবিরগুলোতে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রুখতেই উদ্ধার করা শরণার্থীদের সাময়িকভাবে ভাসানচরে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। কিন্তু পাঁচ মাসের বেশী সময় পার হলেও তাঁদের সেখান থেকে ফেরত আনা হয়নি এবং প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার ওই রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা সেবা দিতে জাতিসঙ্ঘের কর্মকর্তাদের অনুমোদন দেয়নি। জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস রোহিঙ্গাদের সেখান থেকে নিরাপদে কক্সবাজারে সরিয়ে আনার আহ্বান জানালেও তাতে সাড়া দেয়নি বাংলাদেশ সরকার। ভাসানচরে রাখা রোহিঙ্গাদের পরিবারগুলো বলেছে, তাঁদের খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা না দিয়ে জেলখানার মতো সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি নারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেউ কেউ ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া রোহিঙ্গারা সেখানে খাবার পানির তীব্র সংকটে ভুগছেন। কিছু শরণার্থী অভিযোগ করেছেন, ভাসানচরে তাঁদের মারধর করেছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। কক্সবাজারে অবস্থানকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীরা জানান, তাঁদের বলা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ভাসানচরে থাকা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দেখতে চান তাহলে তাঁদেরকেও সেখানে গিয়ে থাকতে হবে।[১০১]

---

[৯৮] প্রথম আলো, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.prothomalo.com/world/**ছেলেবুড়ো-যাকেই-দেখবে-হত্যা-করবে**

[৯৯] যুগান্তর, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/343815

[১০০] নয়াদিগন্ত, ৫ জুলাই ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/513053

[১০১] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রিপোর্ট, ৯ জুলাই ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/07/09/bangladesh-move-rohingya-dangerous-silt-island দি গার্ডিয়ান, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০; https://www.theguardian.com/world/2020/sep/22/rohingya-refugees-allege-sexual-assault-on-bangladeshi-island

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৯২. মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার *অধিকার* এর কণ্ঠরোধ করতে *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সালে যে নিপীড়ন শুরু হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত আছে। ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে। কিন্তু ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তা নবায়ন করা হয়নি।[১০২] এছাড়াও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো গত ছয় বছরের বেশি সময় ধরে *অধিকার এর* সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখেছে। সরকারি নিপীড়নের অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকার এর* একাউন্টগুলো স্থগিত করে রেখেছে এবং বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও মতপ্রকাশে বাধার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে।

[১০২] ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে। কিন্তু ২০১৯ সাল পর্যন্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিবন্ধনটি নবায়ন না করলে ২০১৯ সালের ১৩ মে তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করে। ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দাখিলকৃত *অধিকারের* নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনবর্হিভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

সুপারিশসমূহ

১. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বাংলাদেশের জনগণকে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে নির্বাচনী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে সহযোগিতা দেয়া আবশ্যক।

২. গুম হওয়া সকল ব্যক্তিকে তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অপরাধীদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (রোম সংবিধি) আওতায় বিচারের সম্মুখিন করতে হবে। অবিলম্বে 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএ্যাপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৩. আইনপ্রয়োগকারী এবং গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের মধ্যে যারা দায়মুক্তিসহ চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করার সঙ্গে যুক্ত তাদের অব্যাহতি দিয়ে বিচারের আওতায় আনতে হবে। জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কমিটি ও মানবাধিকার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে স্বাধীন মানবাধিকার সংগঠনগুলোতে আর্থিক সহায়তার প্রবাহ অব্যাহত থাকে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী তারা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়।

৫. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও এর বিধিমালা ২০২০ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৬. তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাঁদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ এবং নীতিমালা তৈরি করতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের গ্রেফতার ও তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন পরিপন্থী। সরকার এবং আদালতগুলোকে এই ধরনের নিবর্তনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. নারী ও শিশুদের প্রতি সংহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকারদলীয় দুর্বৃত্ত যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না।

৮. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন বন্ধ করার পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশের মধ্যে অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে।

৯. গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের শিকার রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজ দেশে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত অপরাধের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে তাঁদের মানবাধিকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. *অধিকার* এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।